R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারান্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
স্থাপিত ঃ ১৯১৪

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
২৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১০ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৪ সাল।
২৬শে নভেম্বর, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

জঙ্গীপুরবাসীর স্বপ্নভঙ্গ করে ভাগীরথীতে সেতু না হবার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন খোদ পূর্তমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৭ নভেম্বর জঙ্গীপুর সাবজেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জেরবার হয়ে ও স্থানীয় বিধায়ক হবিবুর রহমানের বিষয় উত্থাপনের চাপাচাপিতে ভাগীরথীতে ব্রীজ নির্মাণের ব্যাপারে স্পষ্ট কথা বলে এবং জঙ্গীপুরবাসীর দীর্ঘ দু'বছর ধরে জিইয়ে রাখা আশায় জল ঢেলে দিয়ে গেলেন ক্ষিতিবাবু। তবে সেতু নিয়ে সাফ কথা বলায় মন্ত্রী সাধারণ মানুষের বাহবা কুড়িয়েছেন। ঐদিন স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে শিশু বিকাশ প্রকল্পের অনুষ্ঠানে গত ২৪/২/৯৬ রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী ভাগীরথীতে যে সেতুর শিলান্যাস করে যান, তার কাজ কি অবস্থায় উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমগুলির সমবেত প্রশ্নের মুখে উত্তক্ত হয়ে মন্ত্রী শেষ পর্যন্ত বলে ফেলেন, 'সরকারের টাকা নাই, ব্রীজ হবে কোথা থেকে?' অন্যদিকে স্থানীয় সিপিএমের নেতৃবৃন্দ সেতুর কাজ বিলম্বে আরএসপি-র পূর্তদপ্তরকেই দায়ী করেন। সিপিএমের স্থানীয় নেতা মৃগাঙ্কবাবুর মতে টাকা কোন সমস্যাই নয়। পূর্তদপ্তর সেতুর ডিজাইন, এষ্টিমেন্ট ইত্যাদির কাজে ঢিলেমী করার জন্যই সেতুর কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে ক্ষিতিবাবু আরও উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'পূর্তদপ্তরের জন্য ব্রীজের কাজ কিভাবে আটকিয়ে আছে তা ওদের (সিপিএম) কে প্রকাশ্যে বলতে বলুন না'। পূর্তমন্ত্রীর মতে অর্থমন্ত্রক থেকে টাকা পূর্তদপ্তরে আসতে দেরী হওয়ায় সাবজেল সংস্কারের কাজও বিলম্বে শেষ হয়েছে। এছাড়া ক্ষিতিবাবু বলেন, সেতুর শিলান্যাসের দিনই জ্যোতিবাবু সেতুর কাজ ঠিক সময়ে শেষ হবে কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। সরকারের টাকা নাই। তাই বাধ্য হয়ে আমরা প্রথমে বেসরকারী সংস্থা বোম্বের লোকগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। সে সংস্থার শর্ত সরকার না মানায় তারা পিছিয়ে গেছে। এরপর মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি নৃপেন চৌধুরী আমায় বলেন, আমরা এক কোটি এবং আপনারা এক কোটি টাকা প্রথমে দিয়ে কাজটা তো শুরু করে দিই। ক্ষিতিবাবুর মতে সেটা কখনও সম্ভব হতে পারে না। কাজ শুরু করে দিলেই ঠিকাদাররা তাদের পাওনা আমাদের চাইতেই থাকবে। তখন কাজ অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকলে, টাকার জোগান না এলে আমরা মানুষের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে পড়বো। আমরা মানুষকে মিথ্যা বলতে (শেষ পৃষ্ঠায়)

সদ্য জেগে ওঠা চরে জমি দখলের সংঘর্ষে উপ-প্রধানসহ চারজন গ্রেপ্তার

জঙ্গিপুর ঃ গত ১৯ নভেম্বর সকাল নটা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের গিরিয়া অঞ্চলের চাঁদপুর গ্রামের কাছে পদ্মায় সদ্য জেগে ওঠা চরের জমি দখল নিয়ে এক সংঘর্ষ বাধে। খবর ঐ জমিতে একপক্ষ কলাই বুনে মালিকানা দাবী করে। অপর পক্ষ সরকার থেকে পাট্টা পেয়েছে বলে দাবী জানায়। এই নিয়ে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। এদের মধ্যে জনৈক কলিমুদ্দিন সেখকে গুরুতর আহত অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তার একটি পা কেটে বাদ দিতে হয় বলে জানা যায়। পুলিশ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তার মধ্যে উক্ত পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান আবদুল লতিবও আছেন বলে খবর।

শিশু বিকাশ প্রকল্পের কর্মীর বিরুদ্ধে শিশু খাদ্য পাচারের অভিযোগ

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া শিশু বিকাশ কেন্দ্রের সহায়িকা অণিমা মণ্ডলের বিরুদ্ধে শিশু খাদ্য পাচারের অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন ঐ সহায়িকা গোডাউন থেকে মাল তুলে অন্যত্র বিক্রয় করেছেন। এর মধ্যে ছিল ৬ বস্তা শিশু খাদ্য, ১ টিন গুড় ও ১ টিন (শেষ পৃষ্ঠায়)

শিক্ষাবিদের জীবনাবসান

জঙ্গিপুর ঃ গত ৩১ অক্টোবর অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ প্রধান শিক্ষক কালীপদ দাস ৯১ বৎসর বয়সে তাঁর সাহেববাজার বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। কর্মজীবনে তিনি জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রসা ও পরে মালডোবা পি কে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও জঙ্গিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনি সম্পাদকের পদেও বহুকাল সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। জঙ্গিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সংগঠক হিসাবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুর খবরে শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

[বিশেষ জীবনকথা ভিতরের পাতায়]

কাঞ্চনতলা জে ডি জে ইনষ্টিটিউশনের শতবর্ষপূর্তি উৎসব

ধুলিয়ান ঃ স্থানীয় জে ডি জে ইনষ্টিটিউশনের শতবর্ষপূর্তি উৎসব মহাসমারোহে উদযাপিত হলো গত ১৬ থেকে ২০ নভেম্বর পাঁচদিন ব্যাপী। অনুষ্ঠান উদ্বোধনের কথা ছিল রাজ্যপালের। কিন্তু তিনি (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

।। চিন্তনীয় ।।

জীবদেহে মস্তিষ্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শারীরবৃত্তীয় ও মানসিক ক্রিয়াদি ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের মস্তিষ্ক খুব উন্নত বলিয়া তাহার মননশীলতা তাহাকে অন্যান্য জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছে। কিন্তু মস্তিষ্ক অসুস্থ হইলে মানুষ স্বভাবধর্মিতা অনেকটা হারায় ; সে উন্মাদ হয়।

গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকার যেন রাষ্ট্র দেহের মস্তিষ্ক এবং রাজ্য সরকারগুলি যেন প্রকারান্তরে প্রত্যঙ্গসমূহ। প্রত্যেক একরকম কেন্দ্র নির্দেশিত কর্ম করিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সুস্থিতি থাকিলে রাষ্ট্রযন্ত্রপরিচালনা সুষ্ঠু হয় এবং তাহার দ্বারা দেশের অগ্রগতি ও উন্নতি ঘটান সম্ভব হয়। কিন্তু কেন্দ্রের অস্থির পরিস্থিতিতে দেশকে অনেক পিছনে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। আজিকার দিনে সারা পৃথিবীব্যাপি যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহাতে কোনও উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে পিছাইয়া পড়া আদৌ কাম্য নহে। বর্তমানে কেন্দ্রের 'সাড়ে বত্রিশভাজা' মার্কা সরকার তাহার স্থায়িত্বের জন্য অন্য দলের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল। কংগ্রেস দলের সমর্থনের উপরই তাহার পরমায়ু। যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি কংগ্রেস দল হুমকি দিতেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে ডিএমকে দলের তিন মন্ত্রীকে অপসারিত করিতে হইবে বলিয়া কংগ্রেস দাবী তুলিয়াছে। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর হত্যা সম্পর্কে জৈন কমিশনের রিপোর্ট এবং তাহার ভিত্তিতে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ডিএমকে দলকে সরকার হইতে সরাইতে হইবে নতুবা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লইবে। এই পরিস্থিতিই কেন্দ্রে ডামাডোল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। গুজরাল সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল বিপন্ন। কেন না প্রধানমন্ত্রীর বিরোধী যাঁহারা, তাঁহারা সময় বুঝিয়া সক্রিয় হইয়াছেন। আবার সরকারের পতন হইলে পুনরায় লোকসভার নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী। অনেকেই নির্বাচনে সম্মতি দিতে পারিতেছেন না হারিয়া যাইবার ভয়ে। অন্যদিকে গদি হারাইতে কেহ চাহেন না।

কেন্দ্রীয় সরকারের টালমাটাল অবস্থা মস্তিষ্কের অসুস্থতার মতই। বাস্তবিক পক্ষে একটা সুস্থিত কেন্দ্রীয় সরকার না থাকায়, সকলের মন যোগাইয়া চলিতে গিয়া নানা বিপদ আসিয়া পড়িতেছে। হুমকি, নির্বাচনের সম্ভাবনা, সরকার চালানর ব্যর্থতা প্রভৃতি কেন্দ্রে জমা হইতেছে। আর সেই কারণে দেশের সার্বিক অগ্রগতি ও উন্নতি ব্যাহত হইতেছে ; বহির্ভারত রাষ্ট্রসমূহে সরকার হাস্যাস্পদ হইবার দশা ; উগ্র জঙ্গিপনায় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত। কেন্দ্রের দুর্বলতা ক্রমশঃ রাজ্য সরকারগুলিকে দুর্বল করিয়া তুলিবে।

পুনরায় নির্বাচন হইলে কেন্দ্রে হয়ত ত্রিশঙ্কু সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। কেহ কেহ জাতীয় সরকার কাম্য মনে করিতেছেন। এই নিবন্ধ লিখিবার সময় পর্যন্ত কী পরিস্থিতি দাঁড়াইবে, তাহা বলা কঠিন। তবে দেশের রাহুমুক্তি কীভাবে ঘটিবে, তাহাই চিন্তনীয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শিক্ষা প্রসারে একটি জীবন

শ্রীকুণালকান্তি দে

প্রাক্ স্বাধীনতা আমল থেকে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কিছু গোঁড়া বিভেদপন্থী এবং রাজনৈতিক পদলোভী নেতাদের চক্রান্তে এই জনপদে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করবার চক্রান্ত হয়েছে বহুবার ; কিন্তু জনজীবন স্তব্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা কোনোদিনই হয়নি। আমেদাবাদ, আলিগড় কিংবা কলকাতা যেভাবে জ্বলেছে এই শহরে সেই অগ্নিগর্ভ অবস্থা হয়নি। সকলেই জানে এই মুর্শিদাবাদ ক'টাদিন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকারী অফিস, আদালত এমনকি কিছু বাড়ীতেও চাঁদ তারা মার্কা পতাকা উড়েছিল। সেই সময় উত্তেজনার আগুন, গুজব ছড়িয়েছিল কিন্তু তা বাস্তবে রূপ পায়নি। সরাসরি সংঘর্ষ হয়নি।

এই জঙ্গিপুর মহকুমার একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ জীবনের উপলব্ধি দিয়ে প্রমাণ করেছেন এবং অকপটে বলেছেন রাজনৈতিক দলগুলি যদি সক্রিয় থাকে তবে কোনোদিনই এই শহরে দাঙ্গা বাধবে না।

স্বাধীনতা পূর্বকালকে যদি অসম্প্রীতির যুগ হিসেবে ধরা হয় তবে সেই উত্তাল সময়ে প্রচলিত নিয়মের বেড়া ভেঙ্গে একজন হিন্দুকে মুসলিম প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার নিযুক্ত করা এবং মাদ্রাসা নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে উত্তরণের মধ্যে নিয়ে যাওয়ায় হিন্দু শিক্ষকের যত কৃতিত্বই থাকুক না কেন শিক্ষার প্রতি উভয় সম্প্রদায়ের অনুরাগই প্রমাণ করে। দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি সহাবস্থানের এর চেয়ে উদাহরণ আর কি হতে পারে ?

পরবর্তীকালে এই জেলা যে মুহূর্তে ভারতের অনুভুক্ত হল সেই মুহূর্তেই হাই-মাদ্রাসার প্রধান কার্যালয় "ঢাকা"র কর্তৃপক্ষ সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। অভিভাবকহীন মাদ্রাসার কর্ণধার হয়ে জঙ্গিপুর শহরের যুবক কালীপদ দাস যে তৎপরতা, নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রফুল্ল ঘোষের সহযোগিতায় মৃতপ্রায় মাদ্রাসাকে নূতন জীবন দান করলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে এ এক অভাবনীয় ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মাদ্রাসার মুসলিম প্রধান এসেছেন নদীয়ায় মাদ্রাসা প্রধানদের সম্মেলনে যোগ দিতে। একমাত্র হিন্দু কালীপদ দাস জঙ্গিপুর মাদ্রাসার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বৈঠকের পর বৈঠক চলছে কিভাবে মাদ্রাসার উন্নতি-সাধন করা হবে। বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন মুসলিম প্রতিনিধিরা জঙ্গিপুরে সেই সময়ে দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি দেখে। সততা নিষ্ঠায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে তৈরী করেছেন কালীপদবাবু।

জঙ্গিপুর মুনিরিয়া মাদ্রাসার প্রথম যুগে প্রথা ছিল জুনিয়র মাদ্রাসা থেকে সফলভাবে পাশ না করলে একই ভবনের হাই মাদ্রাসায় প্রবেশাধিকার থাকবে না। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই কালীপদ জুনিয়র মাদ্রাসার অবলুপ্তি ঘটালেন। জুনিয়র মাদ্রাসা মিশে গেল হাই মাদ্রাসার সঙ্গে। সেদিন মহকুমা তথা জেলাশাসক তথা প্রশাসনের কর্মীরাও বিস্মিত হয়েছিলেন মুসলিম প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য এক হিন্দুর আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখে। তৎকালীন প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের কমিশনার মিঃ হ্যান্স এবং জেলা শাসক মঃ রহমতুল্লাও কম বিস্মিত হননি। এঁরা দুজনেই ব্যক্তিগতভাবে ডেকে পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রহস্যের কথা। মাদ্রাসার তৎকালীন মুসলিম ইন্সপেক্টর লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন, "হাই মাদ্রাসায় যখন মুসলিম প্রধানের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি তখন স্থানীয় লোকেরা একজন হিন্দুকে প্রধান পদে নিয়োগ করে সাবলীল গতিতে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন।"

সঙ্গত কারণেই একজন শিক্ষাব্রতীর জীবনী আঁকতে গিয়ে সমসাময়িক কালের সামাজিক ছবি চলে আসছে। জঙ্গিপুর ইংরেজী স্কুলের এক সুপ্ত ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের কাছে লজ্জার মনে হবে। কলংক জড়ানো ইতিহাস নিজেই সত্যের পথ কেটে এগিয়ে এসেছে। এই স্কুলের পরিচালন সমিতির অনেকেই ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ এবং শহরের বিশিষ্ট সমাজপতি, (৩য় পৃষ্ঠায়)

ঘোষিত তদন্ত কমিশনের প্রধান আমুহাঘাট পরিদর্শন করে গেলেন

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ২২ অক্টোবর সুতী থানার আমুহাঘাটে মর্মান্তিক নৌকা ডুবির ঘটনার দায়দায়িত্ব ও ব্যবস্থাহীনতার তদন্ত করতে এক সদস্যের প্রশাসনিক কমিশন পঃ বঃ সরকার ঘোষণা করেন। তদন্ত পরিচালনা করবেন প্রেসিডেন্সি বিভাগের ভুক্তিপতি রামসেবক বন্দ্যোপাধ্যায়। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের অফিসে এবং জেলা সমাহর্তার বহরমপুর অফিসে কমিশন সাক্ষ্যাদি গ্রহণ করবেন বলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাথমিক তদন্তে গত ১৮ নভেম্বর আমুহাঘাট পরিদর্শনে আসেন ও স্থানীয় লোকজনের কাছে ঘটনার বিবরণ শোনেন। পরে ১৯ নভেম্বর তিনি ফরাক্কা ও জঙ্গিপুর ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের কথাবার্তা লিপিবদ্ধ করেন।

বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের জাতীয় সড়ক অবরোধ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৩ নভেম্বর স্থানীয় বিপ্লবী যুব ফ্রন্টের পক্ষ থেকে কয়েকটি দাবীতে ৩৪ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়। অবরোধ চলে সকাল ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত। প্রধান দাবীগুলি ছিল— অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ জেলায় শিল্প স্থাপনের দ্বারা বেকার কর্মক্ষম যুবক-যুবতীদের চাকরীর সুযোগ করে দিতে হবে। গঙ্গা-পদ্মার ভাঙ্গনরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের দুর্নীতি দূর করতে হবে। অবরোধে বক্তব্য রাখেন আরএসপির নেতৃবৃন্দ মোফেজ আলী, তাজামূল হক, সুজিত মুন্সী প্রমুখ।

শিক্ষা প্রসারে একটি জীবন (৩য় পৃষ্ঠার পর)

যাঁদের ঘৃণ্য চক্রান্তের শিকার হয়েছিলেন কালীপদ দাস। যোগ্য প্রার্থী হয়েও তাঁকে শিক্ষক পদে নিয়োগ করা হয়নি। তাঁর অপরাধ তিনি অব্রাহ্মণ। উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রী দাস ১৯২৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন তিনটি বিষয়ে লেটার পেয়ে ঐ স্কুল থেকে। ১৯২৮ সালে আই-এ পাশ করেন প্রথম বিভাগে। ৩০ সালে বি-এ পাশ করেন বহরমপুর থেকে ডিসটিংশন নিয়ে।

যে স্কুল থেকে তিনি বিতাড়িত হয়েছিলেন কালের বিবর্তনে সেই স্কুলের সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন শিক্ষানুরাগী হিসেবে। পরিণত বয়সেও তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে আত্মনিয়োগ করেছেন। মধ্যজীবনে ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত এই মহকুমার মালডোবা পি. কে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে মৃতপ্রায় বিদ্যালয়ে নতুন জীবন দান করেছেন। জুনিয়র থেকে up Grade করা, বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করে বিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব তাঁরই। একজন আদর্শ শিক্ষকের সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল মিথ্যের সঙ্গে আপোষ না করা। ব্যক্তিগত আদর্শকে কোনোদিন বিসর্জন দেননি। রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শকুন্তলা চৌধুরীকে নিয়ে এই শহরের একদল এলিট যখন মহিলাটির সম্মান ধূলায় মিশিয়ে দিতে উদ্যত তখন ঐ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য কালীপদ দাস তৎকালীন মহকুমা শাসক অমলকৃষ্ণ গুপ্তর কাছে লিখিতভাবে সত্য তথ্য পেশ করে মহিলা শিক্ষাব্রতীর হৃত সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। শিক্ষার প্রতি নিবেদিত প্রাণ মানুষটি সাকুল্যে ১৮ বছর জঙ্গিপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যালয়টির নিজস্ব ভবন নির্মাণ এবং শিশু অবস্থা থেকে হাইস্কুলে রূপান্তরের পিছনে জঙ্গিপুরবাসী সাহায্য করলেও কালীপদ দাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা শহরবাসী চিরকাল স্মরণে রাখবেন। সেই মানুষটি নিরবে চলে গেলেন।

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

নিলাম ডাকের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে রাজারামপুর ফেরিঘাট ১৪০৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস হইতে ১৪০৫ বঙ্গাব্দের ৩১শে চৈত্র পর্য্যন্ত ১৭ মাসের জন্য পুনর্নিলাম ডাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। নিলামের তারিখ ২৮শে নভেম্বর ১৯৯৭ শুক্রবার বেলা ১২টা। স্থান জিলা পরিষদের জিলা বাস্তুকার মহাশয়ের কক্ষ। নিলামে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে 'এক্সিকিউটিভ অফিসার, মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের' নামে ১৬,৫০০ (ষোলো হাজার পাঁচশত) টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ ডাকের পূর্বে জিলা বাস্তুকার বা তাঁর প্রতিনিধির কাছে জমা দিতে হইবে। নগদে কোনো ব্যক্তির টাকা গ্রহণ করা হইবে না, এবং সেই ব্যক্তিকে নিলামে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া যাইবে না। দুই জনের ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ বা একজনের ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ জমা পরিলে নিলাম ডাক বাতিল হইবে। ন্যূনপক্ষে তিনজনের ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ জমা পড়িতে হইবে। সর্ব্বোচ্চ নিলাম ডাককারীর দর অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলে কর্তৃপক্ষ পুনরায় নিলাম করিতে পারিবেন এবং ঐ নিলাম বাতিল করিতে পারিবেন। সর্বোচ্চ ডাককারীর ঘোষিত দর নিলামকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত হইলে ঘোষিত ডাকের সমুদয় টাকা এককালীন তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হইবে। সর্বোচ্চ ডাককারী টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হইলে দ্বিতীয় ডাককারীকে সর্বোচ্চ ডাকের ঘোষিত দর অনুযায়ী টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হইবে। প্রয়োজনে তৃতীয় ও চতুর্থ জনকেও টাকা জমা দিতে সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। নিলাম ডাক শুরু হইলে যাঁরা ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ জমা দিবেন তাঁরা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ডাকে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া যাইবে না। সম্পূর্ণ টাকা জমা দিলে এই ডাক সভাধিপতি মহাশয় কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তবেই ঘাটের দখল প্রদান করা হইবে। অন্যথায় ডাকের টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং কোনোরূপ দাবী থাকিবে না।

জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী
জিলা বাস্তুকার,
মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

১৩/১১/৯৭

Corrigendum Notice

"As per order of Hon'ble High Court dated 30. 9. 97 this Parished is going to hold auction of Rajarampur Ferry Ghat on 28. 11. 97 at 12 Noon at Murshidabad Zilla Parishad. All the conditions will remain unchanged which was laid down in Memo No. 1240/G dt. 17. 11. 97."

District Engineer,
Dt. 24. 11. 97 Murshidabad Zilla Parishad.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

রঘুনাথগঞ্জ-১, মুর্শিদাবাদ

টেণ্ডার নোটিশ

রঘুনাথগঞ্জ-১ নং আই সি ডি এস প্রকল্পের পরিপূরক পুষ্টি প্রদানের নিমিত্ত অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হতে চাল, ডাল, তেল, লবণ সরবরাহের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬/১২/৯৭।

এই সংক্রান্ত বিশদ বিবরণের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ-

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক

রঘুনাথগঞ্জ-১ আই সি ডি এস প্রজেক্ট

মুর্শিদাবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ

টেণ্ডার নোটিশ

সাগরদীঘি আই সি ডি এস প্রকল্পের পরিপূরক পুষ্টি প্রদানের নিমিত্ত অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হতে ক্যারিং কনট্রাক্টর, স্টোরিং এজেন্ট ও গুড় (টিন অথবা ভ্যালি) টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৬/১২/৯৭।

এই সংক্রান্ত বিশদ বিবরণের জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ-

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক

সাগরদীঘি আই সি ডি এস প্রজেক্ট

মুর্শিদাবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ

সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ

নো টি শ

সাগরদীঘি সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অধীন বোখারা-২ ও বাড়ালা জি, পি, এলাকায় যথাক্রমে একজন করে অঙ্গনওয়ারী কর্মী ও কাবিলপুর, বন্যেশ্বর, সাগরদীঘি, মোরগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একজন করে সহায়িকা নিয়োগ করা হবে। সকল পদই অস্থায়ী ও স্বেচ্ছা সেবামূলক। বিশদ বিবরণের জন্য আধিকারিকের অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ-

শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক

সাগরদীঘি আই সি ডি এস প্রজেক্ট

মুর্শিদাবাদ

শতবর্ষ পূর্তি উৎসব (১ম পৃষ্ঠার পর)

আসতে না পারায় উদ্বোধন করেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য ডঃ পবিত্র সরকার। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডঃ সুধী প্রধান ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা অতীশচন্দ্র সিংহ। বর্ণাঢ্য এক শোভাযাত্রা প্রথম দিন শহর পরিক্রমা করে উৎসব মঞ্চে হাজির হয়। সেখানে একটি মুক্ত মঞ্চের উদ্বোধন করা হয়। মঞ্চ নির্মাণের ব্যয়ভার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দান করেন বিখ্যাত নূর বিড়ি কোম্পানী। শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দান সংগৃহীত হয় প্রায় ৫লক্ষ টাকা। এই টাকায় স্কুলের ছাত্রদের প্রয়োজনে দুটি নূতন ঘর ও একটি সুন্দর স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করে ডি আই অব স্কুলস্ (মাধ্যমিক)।

শিশু খাদ্য পাচারের অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভোজ্য তেল। গ্রামবাসীরা সিডিপিওকে লিখিত দরখাস্ত দেন ২৯ অক্টোবর বলে জানা যায়। তার তদন্ত না হওয়ায় পুনরায় তাঁরা ১৯ নভেম্বর দরখাস্ত দেন। কিন্তু সিডিপিও এখনও কোন তদন্ত করেননি বলে অভিযোগে গ্রামবাসীরা সোচ্চার।

জঙ্গিপুরবাসীর স্বপ্নভঙ্গ (১ম পৃষ্ঠার পর)

পারবো না। তাই টাকার যতদিন পর্যন্ত না কিছু সুরাহা হয়, ততদিন পূর্ত দপ্তর কাজ শুরু করবে না। এরজন্য রাজ্য সরকার বেসরকারী সংস্থাদের পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরছে। এখনও ব্রীজ তৈরীতে কেউ এগিয়ে আসেনি। ফলতঃ ব্রীজ নিয়ে সিপিএম এবং আরএসপির মধ্যে কাজিয়া প্রকাশ্যে চলে এসেছে। পূর্তমন্ত্রী আরও বলেন, আমরা ইনফ্রা ষ্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাণ্ডকেও ধরেছিলাম। সরকার বলেছিল, আপনারা ব্রীজ তৈরী করে তার থেকে টোল ট্যাক্স আদায় করে আপনাদের অর্থ তুলে নেবেন। দৈনিক বোটে কত যাত্রী পারাপার করে তার সরেজমিন তদন্ত করে সে সংস্থাও পিছিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ওয়েষ্ট বেঙ্গল ফাইনানসিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান অশোক ব্যানার্জীর সঙ্গেও সরকারের কথাবার্তা হয়েছে। তিনি সময় চেয়েছেন। তবে সেতু তৈরীর সঙ্গে যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর সম্মান জড়িত তাই তাঁর এবং বামফ্রন্টের ভাবমূর্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সেতু তৈরীর ব্যাপারে সরকার পক্ষ এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলেও ক্ষিতিবাবু জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে আমরা রাজ্যে ৮৪টি ব্রীজের শিলান্যাস করে একমাত্র এই জঙ্গিপুরের ব্রীজের ক্ষেত্রেই কোন সংস্থার সঙ্গে এখন পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হতে পারিনি। পূর্তমন্ত্রীর সেতু প্রসঙ্গে এরূপ হতাশাব্যঞ্জক কথায় মঞ্চে উপবিষ্ট পৌরপিতা সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বেশ অস্বস্তিবোধ করতে থাকেন। কারণ তাঁদের দলের পক্ষ থেকে জঙ্গিপুরবাসীদের যে আশাব্যঞ্জক কথা এতদিন তাঁরা শুনিয়েছিলেন, পূর্তমন্ত্রী তার ঠিক উল্টো কথা বলায় ভাগীরথীতে ব্রীজ কবে হবে বা আদৌ হবে কিনা সে ব্যাপারে বিরাট প্রশ্নচিহ্ন ঝুলে রইল।

পাত্র চাই

পাত্রীর বয়স ১৮, বৈশ্য (তেলী) সাহা। মূক ও বধির, গায়ের রং ফর্সা, সুন্দরী, বহরমপুর মূক বধির বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তা। মামার বাড়ীতে মানুষ। মামারা উচ্চ শিক্ষিত। অসবর্ণে আপত্তি নাই।

যোগাযোগের ঠিকানা :— *প্রফুল্ল সাহা* / মির্জাপুর

পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং : এসটিডি-০৩৪৮৩/বাড়ী ৬২০১৬, অফিস ৬৬৪১৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।